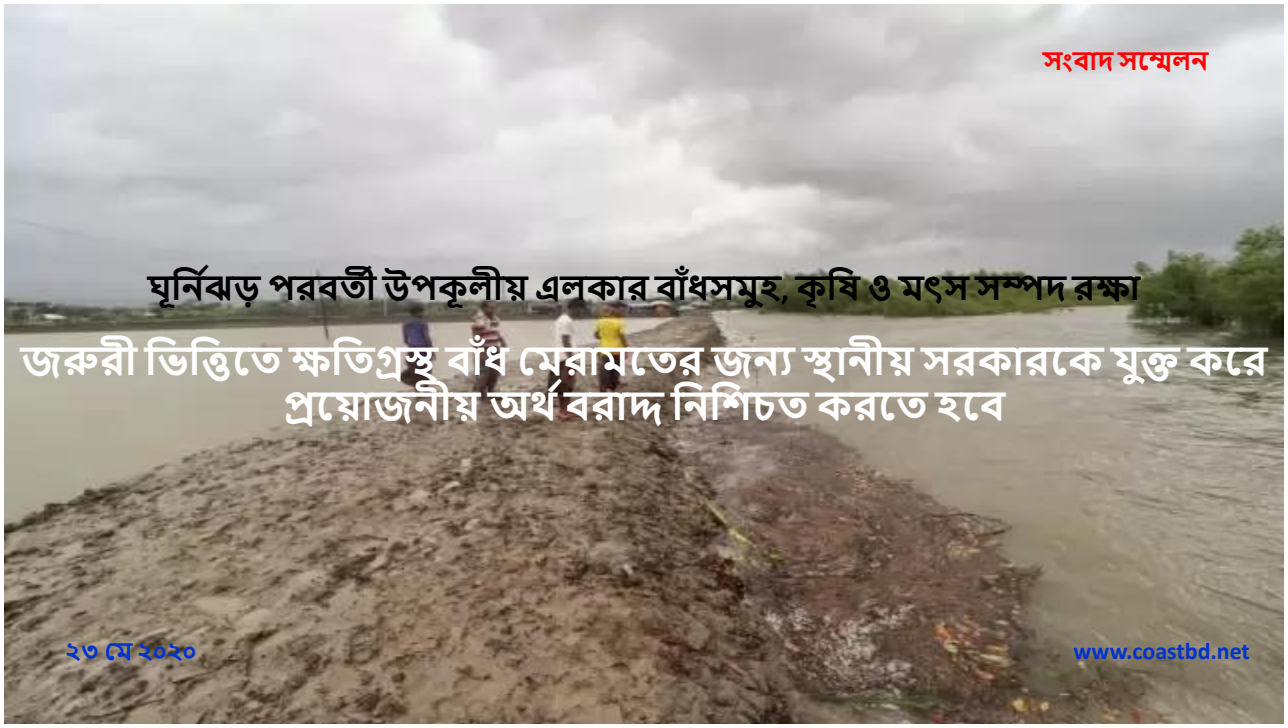

সংবাদ সম্মেলন

ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

- সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা
- প্রায় ২ লাখ হেক্টর কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ [বিশেষ করে মৎস, আম, তরমুজ, মরিচ ও ধান]
- ১৮,৫০০ চিংড়ি ঘেড়ে পানি বেড়ে প্রায় ৩৪০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রাণিসম্পদের ক্ষতি ১৪০ কোটি টাকার মত।
- প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- বাধেঁর সাথে সম্পর্কিত কাঠামো হিসাবে স্থানীয় সরকারের অধীনে থাকা আরও ১০০০ কিমি: রাস্তা, ২০০টি ব্রিজ ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার বেশির ভাগ বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় অবস্থিত। [সরকারি প্রেস নোট ২১.০৫.২০]

তবে বাধেঁর ক্ষেত্রে উপকূলীয় সবকটি জেলাই কমবেশী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টি সরকারী প্রতিবেদন ও আমাদের নিজস্ব পর্যবেক্ষনে এসেছে।

সংবাদ সম্মেলন

বরগুনা জেলায়

বাঁধের ক্ষতি

- জেলায় সর্বমোট ১৩'৫৭ কিঃমিঃ বেরীবাধে ক্ষতি হয়েছে যাহা জেলা প্রশাসক নিশ্চিত করেছেন।
- পানির তোড়ে ৪৩/২-এফ পোল্ডারের সদর উপজেলার কালীবাড়ী এলাকায় ২০০ মিটারেরও বেশী বেড়িবাঁধ ভেঙে তিনটি গ্রাম তলিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে গোজখালী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি টিনসেট ভবন।
- এছাড়াও আমতলি উপজেলার আঠারোগাছিয়া ইউনিয়নের ৪৩/১-এ শাখারিয়া, গোড়াঙ্গা স্লুইচ গেট ও ৫৪/বি পশ্চিম গাজীপুর এলাকায় পানির চাপে বেড়িবাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে সাতটি গ্রাম।
- বরগুনা সদর উপজেলার নলটোনা ইউনিয়নের সোনাকাটা বেরীবাধ উপচে পানি প্রবেশ করে, বামনা উপজেলার চেঁচান, পূর্ব সফিপুর, অযোদ্ধা বেরীবাধ হুমকির মুখে স্থানীয় ভাবে কোন মতে স্বেচ্ছাশ্রমে মেরামত করা হয়,

কৃষিতে ক্ষতির চিত্র

ফসলি জমি ২৫০ হেক্টর, শাকসবজি খামার ৫০ হেক্টর, আম বাগান ৭ টি, এছাড়া পানের বরজ তরমুজ, মরিচের ক্ষেত ২০০ এর অধিক মাছের ঘের [কৃষি বিভাগের তথ্য]

সংবাদ সম্মেলন

ভোলা জেলা

বাঁধের ক্ষয়ক্ষতি

- জেলার মনপুরা এবং তজুমুদ্দিন উপজেলায় নির্মানাধীন বাঁধ রয়েছে প্রায় ৪০ কিমিঃ এরও বেশী। আম্ফানের কারনে এসকল বাঁধের ১২-১৫ কিমি: বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং জোয়ার ও পানির তোড়ে অনেক জায়গায় ধুয়ে মুছে প্রায় শেষ হয়ে গেছে।
- এছাড়াও জেলার ৭টি উপজেলার বর্তমান বাঁধের বিভিন্ন অংশে ৫.০০- ৫.৫০ কিমি: বাঁধ আম্ফানের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ এবং নতুন করে মেরামতের দরকার হবে।
- জেলার ১৮টি দুরবর্তী চরে কোন প্রকার বেরীবাঁধ না থাকায় সেখানকার হাজার হাজার মানুষ সবসময়ই অরক্ষিত ও ঝুকিপূর্ন অবস্থায় থাকছে।

সংবাদ সম্মেলন

পটুয়াখালী জেলা

- পটুয়াখালী জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাধের পরিমান প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ।
- এর মধ্যে সদর উপজেলার এবং দশমিনা উপজেলার রংগোপালদী ইউনিয়নের বুরিরকান্দা এলাকার বাঁধ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- বিপদসীমার ১৭৬ সেমিঃ উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার বাঁধ ভেঙ্গে এবং বাধ উপচিয়ে জোয়রের পানি প্রবেশ করে জেলার ৮টি উপজেলার সবকটিই নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে।
- কম ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলায় ৪.৫ কিমি:, পিরোজপুর জেলায় ২.৫ কিমি: এবং কক্সবাজার জেলায় ৭.৫ কিমি: বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা দ্বীপটিতে কোন সুরক্ষিত বেড়ীবাঁধ না থাকায় ঘূর্নিঝড়ের সময় এখানকার প্রায় ১,২৫০০০ জনগোষ্ঠী সবসময়ই দুর্যোগ ঝুকির মধ্যে থকে।

সংবাদ সম্মেলন

এই মুহুর্তে আমাদের তিনটি দাবী;

১. বাঁধ মেরামতে ৩০০-৪০০ কোটির টাকার যে প্রাক্কলন করা হয়েছে তা অতি সত্বর অর্থাৎ বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই সরকারকে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত বরাদ্দ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে না দিয়ে তা স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হবে।

২. বাঁধ মেরামতে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত করতে হবে। মেরামত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনে করতে হবে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড শুধুমাত্র কারিগরী পরামর্শ দিলে বাস্তবায়ন আরও কার্যকর হবে।

৩. পানি উন্নয়ন বোর্ড বাঁধ নির্মানের দায়ীত্বে থাকতে পারে, তবে দর্ঘীমেয়াদে অর্থাৎ সব সময়ই বাঁধ সংস্কার, মেরামত ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমুহ কিভাবে স্থানীয় সরকারের হতে ন্যস্ত করা যায়, সরকারকে সে বিষয়ে ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে।

আমরা আলোচনা করতে পারি